Augusto Buzz Quarterly

St. Augustine's Day School, Kolkata January, 2023

MANAGEMENT DESK

Dear All,

I wish the entire Augustinian Family warm seasonal greetings as we enter 2023. May you be filled with good health and happiness.

A big thank you to all the members and parents who continuously support our school's initiatives.

With a gap of two years due to the pandemic, we were able to have our annual events. However this quarter we hosted the "Festival D'Agusto" in November, 2022 and the Christmas Carnival in December, 2022.

Signing off once again wishing you a prosperous year ahead filled with God's glory.

Esther Gasper
Treasurer

ACTIVITY TIME

27th September, 2022 - An Inter School Competition was organised by the Convent Of Our Lady Of Providence Girls' High School, Kolkata. It was a three day competition: our students took part in Basketball, Group Song and Solo Singing. We are happy to announce that in Solo Singing Competition our student Adrija Halder from class IX -A was judged First amongst other participants.

Our Beloved President Maam's Birth Day Celebration.

5th September, 2022

TEACHER'S DAY CELEBRATION

INVESTITURE CEREMONY

The Investiture Ceremony of the Student Council for the session 2022-23 was conducted in the School Ground. The investiture ceremony was a great success and the students were enthused to work with dedication and commitment for the betterment of the school.

FDA DAY 1 : AT C. R. GASPER MEMORIAL HALL

FDA DAY 2 : AT KALA MANDIR

15th October, 2022 – A Hindi workshop conducted by Acevision Publisher Pvt Ltd. In this productive workshop two of our Hindi teachers Mrs. Purnima Shaw & Ms. Lovely Das attended the meeting.

4th & 7th November, 2022 : Education Mela

FIND THE MISSING THINGS IN THE PICTURE

Lets Find...

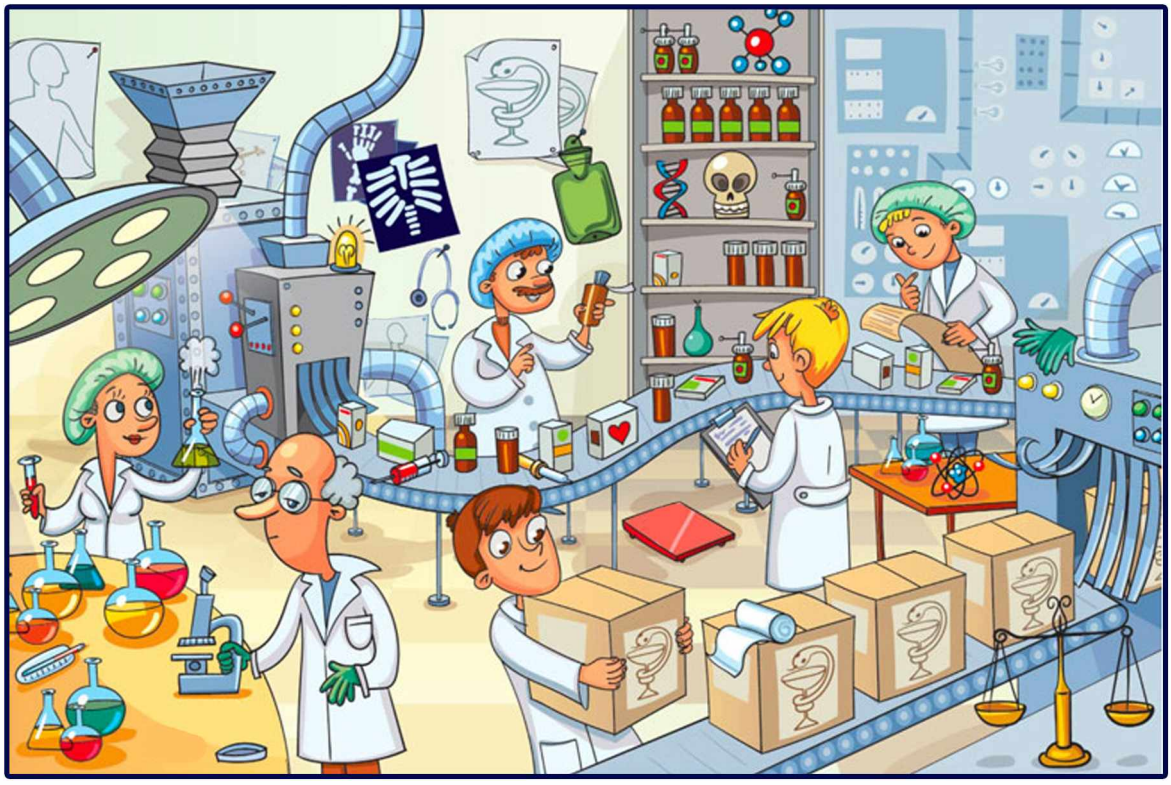

* Send Your Answer to itsupport.kol@stads.in or Post on our Official Facebook Page (https://www.facebook.com/st.augustinesdayschoolkolkata/)

নারী নির্যাতনের জন্য দায়ী সমাজ ব্যবস্থা ?

বিশ্বের অন্য কোনো দেশের থেকে ভারতে নারীদের অবস্থা অনেকটাই বেশি শোচনীয়। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে ভারতে বহু বিবাহ প্রথা সেই ব্যস দেবের মহাভারতের কাল থেকে চলে আসছে। নারীকে চার দেওয়ালের মধ্যে সীমিত রাখা থেকে শুরু করে তাকে শিক্ষার আলোর থেকে বঞ্চিত করে রাখা - সবই ভারতবর্ষের শিকরে।কেউ বলেন, 'নারী নির্যাতনের জন্য দায়ী সমাজ ব্যবস্থা' আবার কেউ এই মন্তব্য শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। আমি অবঅবশ্যই এই মন্তব্যের পক্ষে মতামত জানাবো।

আজ কাল খবরের কাগজ খুলতে ভয় করে - মনে মনে ভাবি, ' কি জানি, কোথায় আবার গণধর্ষন হলহলো', ' কি জানি, কোথাও কোন গৃহবধূকে কুপিয়ে খুন করা হলো কি না? ' কিন্তু সেই খবরটুকু পড়েই বা আমি কি করবো? - কাগজটা বন্ধ করে নিজের নিত্যকর্মে ব্যস্ত হয়ে যাই।শুধু আমি নই সমাজের অধিকাংশ মানুষই তাই করে। কিংবা অফিসে বা হাটে বাজারে দু-একবার বলে -' দেশটা শেষ হয়ে যাচ্ছে ' ব্যশ। সমাজ তথা জনগণ যদি চায় নির্যাতনকারীগুলিকে পথের মাঝে সর্বসম্মুখে হত্যাদন্ড দিতে পারে - ঠিক আরব আমিরশাহের মতো, কিন্তু না! আমরা তো শান্তি প্রিয় ভারতবাসী। সবকিছু চুপচাপ সহ্য করেনি। তাই নির্যাতনকারীরা বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

কিছু নিম্ন চিন্তা ভাবনার মানুষ যারা সমাজে অনেকটা জুরেই থাকেন, তারা আবার দায় এড়াতে নারীদেরই দোষারোপ করে - তাদের মতে শাড়ি ও ঘোমটা দিয়ে থাকলেই ধর্ষন সহ একাধিক নির্যাতন এড়িয়ে চলা যাবে। কিন্তু যে আমেরিকা, জার্মানিতে মহিলাদের পোশাক-আশাক একেবারেই অন্যএ তাদের দেশে ধর্ষনের বার্ষিক হার ভারতের একটি অন্য রাজ্যের চেয়ে অনেক কম। অর্থাৎ এটা বলা ঠিক হবে যে পোশাকের লম্বাই ঠিক করার জায়গায় সমাজকে আগে নিজের নজর ও মানসিকতা পাল্টাতে হবে।

আজকের সমাজ এতোটাই নির্লজ্জ, অলস ও উদ্ধত যে প্রতিক্ষন নারী নির্যাতন দেখার পরও সে চোখে কালো কাপড় বেঁধে রাখে। সে দেখলো কিরকমভাবে পুলিশ এক ধর্ষিতার মৃতদেহ জোর করে জ্বালিয়ে দিলো - কিন্তু তাও সে চুপ। সে দেখলো কিরকম ভাবে ধর্ষিতার মা, বাবা,উকিল কে হত্যা করা হলো - তাও সে চুপ। আর এমন কিছু লোক আছে যারা ''whatsapp'' এ ''স্টেটাস্'' ও '' Instagram '' এ 'স্টোরি ' আপ্লোড' করে হাত পা ঝেড়ে ঘুমিয়ে পড়ে - এরা তো জনগণের আরো বড়ো শত্রু কারন মাঠে নেমে কাজ করতে বললেই এদের বিশাল জরুরি কাজ মনে পরে।

এই কুৎসিত সমাজের সদস্য কিন্তু এক শিশু ও ছাত্রের মা এবং বাবারাও। আমি কিন্তু এটা বলছি না যে তারা চারিপাশে নির্যাতন করে, বরং তারা চারিপাশে নির্যাতনকে তাদের ছেলেদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। ভারতে মা বাবারা কখনো তাদের ছেলেদের শেখায় না নারীর সম্মান কি করে করতে হয় - বরং ধর্ষনকারীর সাজার খবর টি.ভি. তে দেখলে 'চ্যানেল' পাল্টে দেয়। বিদেশে যখন ' SEX EDUCATION ' স্কুলের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত তখন ভারতের মা বাবারা তাদের ছেলেকে বলে - 'তুই ভগবানের উপহার - আমরা সাধনা করেছিলাম'। ''LIFESTYLE'' হবে বিদেশের মতো, কিন্তু চিন্তাধারা ১৮০০ শতাব্দীর ভারতের এক ছোট গ্রামের মতো!

অর্থাৎ এটা পরিষ্কার যে সমাজ কিভাবে নারী নির্যাতনের উপাধি দেয়। এটা পরিষ্কার যে সমাজ নারী নির্যাতন দেখেও দেখতে পায়না। চলুন না - আমরা এক সাথে কাজ করি। এই সমাজটাকে শুদ্ধ করে তুলি। আজ আমরা সবাই যদি একপা এগোই তবে ওই ধর্ষনকারী ও নির্যাতনকারীগুলো দশ পা পিছোবেই!

Writen By: Prithvijit Dawn (XII-SCI)

The Art ROOM

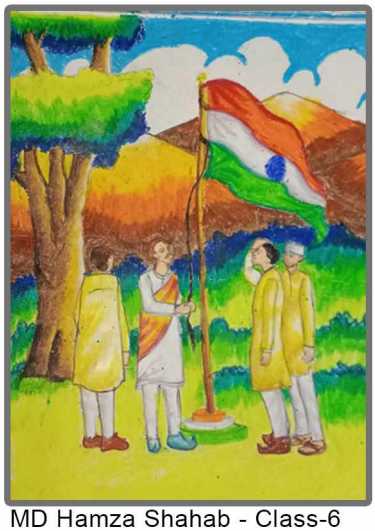

MD Hamza Shahab - Class-6

Ratul Das - Class-8

Md Yuaan Haider - Class-8

Pragyan Ojha - Class-8

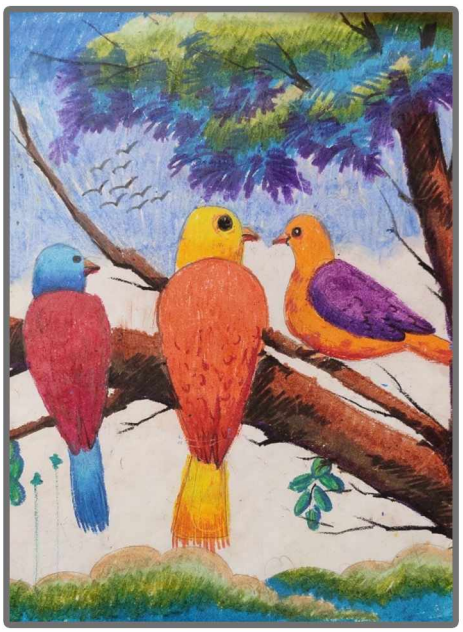

Tauqir Ali Middya - Class-7

Trisha Mukherjee - Class -8

Alvia Aslam - Class -7

www.staugustinesdayschool.com
E-mail: itsupport.kol@stads.in
©2023 STADS | January 2023 | For Private Circulation Only
Published by St. Augustine's Day School, Kolkata
Editor : Mrs. Kavita Mehra & Mrs. Jolly Ghosh Sarkar
Designe by: Mr. Suman Pati